তারিখ 27 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

স্বনামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়াসহ রাষ্ট্রপতি, তাহার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে একাধিক স্থানে জলাভূমি ও জমিদখলের যেই সকল অভিযোগ উঠিয়াছে, দ্রুতই উহার গ্রহণযোগ্য তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তি ও তাহার পরিবারের নামে উত্থাপিত অভিযোগসমূহকে হালকাভাবে লইবার অবকাশ নাই। রাষ্ট্রপতি তাহার নিজ জেলায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন ভালো কথা। স্বনামে প্রতিষ্ঠান গড়াও তাহার ব্যক্তিগত অভিরুচি বলিয়াই বিবেচিত হইত, যদি না উহাতে ব্যয় হইত রাষ্ট্রীয় অর্থ। তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালেই উহার বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং পরে প্রকল্প ব্যয় আরও বাড়িয়া যায়। জোট সরকার তাহাকে খুশি করিতেই ঐ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। দলবাজ আমলারাও নিশ্চয়ই রাখিয়াছিলেন অতি উৎসাহী ভূমিকা। এখন জানা যাইতেছে, 'প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িবার নীতিমালা পর্যন্ত মানেন নাই। ওয়ান-ইলেভেনের পূর্বে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলিয়া লইবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজধানীর একটি খালের জমি স্ত্রীর স্কুলের নামে স্থায়ী বরাদ্দ দিবার খবরও উদ্বেগজনক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সংক্রান্ত বিতর্ক চলাকালে একজন দলীয় রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ লইয়া জোর আপত্তি উঠিয়াছিল। এখন এই প্রশ্নও উঠিবে— তাহার ঐরূপ পদক্ষেপের পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্য ছিল কিনা। তাহার স্ত্রী ড. আনোয়ারা বেগমের ইচ্ছা পূরণে প্রতিষ্ঠিত অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি ও টেকনোলজি'র নামে মুন্সীগঞ্জে জলাভূমি ইজারা লওয়া হইলেও সেইখানে কিছু গড়িয়া তোলা হয় নাই কেন, উহারও সদুত্তর নাই। ঐ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় অনিয়ম রহিয়াছে বলিয়াই কি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে কোনরূপ তদন্ত করিতে দেওয়া হইতেছে না? বিমানবন্দরের জন্য সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমিতে রাষ্ট্রপতির পুত্র ইমতিয়াজ আহম্মেদ বাবুর সিএনজি ফিলিং স্টেশন প্রতিষ্ঠার ঘটনাও প্রশ্নবিদ্ধ। জোট সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী নিজে এই ব্যাপারে আপত্তি জানাইয়া চিঠি দেন যোগাযোগমন্ত্রীকে। অতঃপর সেই বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি না হইবার কারণ বিলম্বে হইলেও সকলে জানিতে চাহিবে। রাষ্ট্রপতির পুত্রবধূ কানিজ ফাতেমা কর্তৃক ঠাকুরগাঁওয়ের পল্লীতে চা বাগান ও হাঁসের খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু জোট শাসনামলে তাহার জমি ক্রয়ের ঘটনায় জবরদস্তি ও দাম পরিশোধ না করিবার খবর পাওয়া গিয়াছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একজন 'বিক্রেতা' তাহার দেড় বিঘা আবাদি জমি ফেরত চাহিতেছেন। এখন স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি খতাইয়া দেখিবে বলিয়াই আমরা আশা করিব। রাষ্ট্রপতির নাম ভাঙাইয়া কিছু করা হইয়া থাকিলে উহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। স্থানীয় প্রভাবশালীরা ঐ ঘটনায় জড়িত ছিল বলিয়াই মনে হইতেছে। তাহাদেরও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যেই ঘটনায় রাষ্ট্রপতির নাম সরাসরি জড়িত, উহাতে তাহার দায়িত্ব নিশ্চয়ই সবচাইতে বেশি। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকালে স্ত্রীর স্কুলের নামে যেই বরাদ্দ দিয়াছেন, উহার আইনগত এবং নৈতিক দায়িত্বও তাহাকে লইতে হইবে। রাষ্ট্রপতির পরিবারের নামে বরাদ্দের ক্ষেত্রে জলাভূমি রক্ষায় সরকারের নীতিমালাও লংঘিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিমানবন্দর রানওয়ে এপ্রোচের সম্মুখভাগের জমি সিএনজি স্টেশনের জন্য বরাদ্দ দিবার সিদ্ধান্তও স্বাভাবিক নহে। সুষ্ঠু তদন্ত হইলে এই সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতির প্রমাণ মিলিবে বলিয়াই মনে হয়। রাষ্ট্রপতি ও তাহার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি এতদিন সচেতন মানুষের মুখে মুখে বিক্ষিপ্তভাবে ফিরিতেছিল। উহা যুগান্তরসহ একাধিক পত্রিকায় প্রকাশের পর সরকারের স্বাভাবিক দায়িত্ব হইল বিষয়গুলি তদন্ত করিয়া দেখা। সরকারের তরফ হইতে অবশ্য সেই বিষয়ে আশ্বস্ত করিয়া বলা হইয়াছে, তদন্তে অনিয়ম পাওয়া গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা লওয়া হইবে। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংবিধান ও আইনে কিছু সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনে নিশ্চয়ই বাধা নাই। দলীয়ভাবে নির্বাচিত হইলেও রাষ্ট্রপতি দেশের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন অবস্থায় তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থে অন্যায় প্রভাব খাটাইয়া কিছু করিয়া থাকিলে উহার দায়ভার তাহাকে লইতে হইবে। তাহাকে মনোনয়ন দানকারী সরকার রাষ্ট্রপতিকে খুশি করিতে কোনরূপ উদ্যোগ লইয়া থাকিলে উহা গ্রহণ করাও তাহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। আত্মসম্মানের সহিত এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র ও সমাজের উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অদৃষ্টপূর্ব পদক্ষেপ লইয়াছে। দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীও এই প্রক্রিয়ার বাহিরে থাকিতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও তাহার পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণই কাম্য।